

ছোটদের
মাময়ানা
মামায়েল



গ্রন্থনা
গার্ডিয়ান টিম



পবিত্রতা

আমরা মুসলিম। আমরা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকি। আমরা নিজেদের শরীর, পোশাক-আশাক, থাকার ঘর ও শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখি। অর্থাৎ একজন মুসলিম মানেই সে পবিত্র।

নবিজি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নিজে পবিত্র; তিনি পবিত্রতাকে ভালোবাসেন। তিনি আরও বলেন, পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।

পানি

তোমরা তো জানো, পানি আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এমনিতেই তো আর পানির অপর নাম জীবন বলা হয়নি। যাহোক পানির আরেকটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, আমরা এর মাধ্যমে পবিত্র হতে পারি। তবে পবিত্রতা অর্জনের জন্য সব ধরনের পানি ব্যবহার করা যায় না। যেসব পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়, সেগুলো হলো —



১. বৃষ্টির পানি



২. কলের পানি



৩. কুয়ার পানি



৪. নদীর পানি



৫. সমুদ্রের পানি



৬. বড়ো পুকুরের পানি

এসব পানিতে নাপাক মিশে যদি পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা নাপাক হয়ে যাবে। চাই তা অল্প হোক কিংবা বেশি।

আর যদি পানির রং, গন্ধ বা স্বাদের কোনোটিই নষ্ট না হয় এবং পানির পরিমাণ ৩৬০ লিটারের বেশি হয়, তাহলে তা নাপাক হবে না। আর যদি এরচেয়ে কম হয়, তাহলে তা নাপাক হয়ে যাবে। আর নাপাক পানি না পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহার করা যায়, না তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

উচ্ছিষ্টের বিধান

পান করার পর পাত্রে যে পানি অবশিষ্ট থেকে যায়, তা-ই উচ্ছিষ্ট। মানুষ জন্মগতভাবে পবিত্র। আর তাদের উচ্ছিষ্টও পবিত্র। চাই সে মুসলমান হোক কিংবা কাফির। আর পশুপাখির মধ্যে যাদের গোশত খাওয়া জায়েজ, তাদের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। আর যেসব পশুর গোশত খাওয়া জায়েজ না, তাদের মধ্যে কেবল বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। অন্যদের উচ্ছিষ্ট নাপাক।



এবার তোমার কাছে প্রশ্ন—

ক. ঈমানের অঙ্গ কী?

খ. পানি কয় প্রকার?

গ. কোন পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না?

ঘ. কোনো পাত্র থেকে বিড়াল পানি খেলে তা কি নাপাক হবে?

টয়লেট ব্যবহারের নিয়ম

আমাদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আমরা কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করব, ইসলাম তা শিখিয়ে দিয়েছে। এমনকি কীভাবে টয়লেট ব্যবহার করতে হয়, নবিজি তাও আমাদের শিখিয়েছেন।

টয়লেট ব্যবহারের সময় খুব সাবধান থাকতে হবে, যেন এর কোনো ছিটা আমাদের গায়ে ও পোশাকে না লাগে। যে ব্যক্তি টয়লেট ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করবে না, আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তাই আমাদের টয়লেটের আদবসমূহ জানা জরুরি। এই আদবগুলো শুধু আমাদের গুনাহ থেকে বাঁচাবে না, স্বাস্থ্যও ভালো রাখবে।



টয়লেটের আদবসমূহ

১. জুতা পায়ে টয়লেটে যাওয়া।
২. কোথাও আল্লাহর নাম ও কুরআনের আয়াত লেখা থাকলে তা নিয়ে প্রবেশ না করা।
৩. প্রবেশের পূর্বে বিসমিল্লাহসহ নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে পুরুষ ও নারী শয়তানের অনিষ্ট তথা ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।

৪. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।
৫. দাঁড়িয়ে টয়লেট না করা।
৬. কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ দিয়ে না বসা।
৭. টয়লেট করা শেষে সঙ্গে সঙ্গে উঠে না দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বসা।



৮. বাম হাত দিয়ে পরিষ্কার হওয়া।
৯. সবশেষে নিজেকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেওয়া। এটাকেই ইসতিনজা বলা হয়।
১০. পবিত্র পানি ব্যবহার করা।
১১. টয়লেটে বসে খাওয়া-দাওয়া ও কথাবার্তা না বলা।
১২. টয়লেটে বসে কোনো কিছু পাঠ না করা।
১৩. ভেতরে থাকাবস্থায় মুখ দিয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করা।
১৪. ডান পা দিয়ে বের হওয়া ও নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা :

غُفْرَانِكَ

উচ্চারণ : গোফরানাকা।

অর্থ : (হে আল্লাহ!) আপনার কাছে ক্ষমা চাই।

১৫. টয়লেট থেকে বের হয়ে ভালো করে দু-হাত ধুয়ে নেওয়া।
১৬. কারও সামনে বসে টয়লেট না করা।
১৭. গাছের নিচে, রাস্তার ধারে, লোকজনের বসার জায়গায় কখনো টয়লেট না করা।
১৮. টয়লেট ব্যবহারের পর ভালো করে কমোড ধুয়ে রাখা। অথবা বেশি করে পানি ঢালা।

এবার তোমার কাছে প্রশ্ন—

- ক. আমরা কোন পা দিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করব?
- খ. দাঁড়িয়ে টয়লেট করা যাবে?
- গ. ইসতিনজা কী?
- ঘ. আমরা কোন হাত দিয়ে ইসতিনজা করব?
- ঙ. টয়লেটে বসে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা কালিমা পাঠ করা যাবে?

অপবিত্রতা

অপবিত্রতা খুবই খারাপ ব্যাপার। আমাদের মহান আল্লাহ তায়ালা অপবিত্র থাকাটা একদমই পছন্দ করেন না। অপবিত্র অবস্থায় সালাত আদায় করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র বাণী আল কুরআন পাঠ করা যায় না।

সুতরাং আমাদের শরীর ও পোশাক-আশাক সব সময় পবিত্র রাখতে হবে।

অপবিত্রতার ধরন

১. মানুষ ও পশু-পাখির মূত্র
২. মানুষ ও পশু-পাখির মল
৩. রক্ত
৪. প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে আসা যে কোনো পানি
৫. মদ

